দয়া কিংবা করুণা নয়, কাজ এখন অধিকার

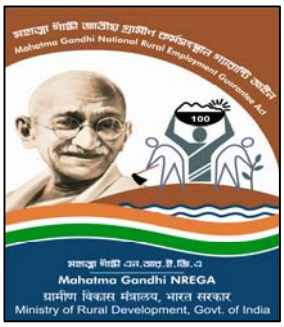

আপনি জানেন কি ?
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি
কর্মসূচিতে

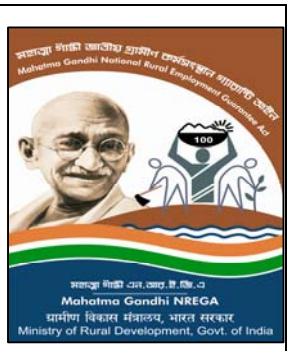

১. ৫ বছর অতিক্রম করেছে এমন সকল জব কার্ডের নবিকরণ চলছে । সমস্ত নবিকরণ বিনা মূল্যে করা হবে । পুরোনো সকল জব কার্ড পরিবারের কাছে থাকবে ।

২. পরিবার-ভিত্তিক একটা জব কার্ড হয়। আপনার জব কার্ড ও পাস বই আপনার নিজের কাছে থাকবে ।

৩. চাহিদার ভিত্তিতে প্রত্যেক পরিবার ১০০ দিনের অদক্ষ শ্রমের কাজ পাবে । প্রাপ্ত-বয়স্ক সমস্ত মহিলা ও পুরুষ কাজ পেতে পারে ।

৪. কাজের আবেদন ৪ (ক) বা সাদা কাগজে নিজের নাম, জব কার্ড নং ও কত দিন কাজের চাহিদা লিখে গ্রাম পঞ্চায়েতে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যাদের কাছে, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, স্বনির্ভর দলের কাছে ও তথ্য মিত্র কেন্দ্রে জমা দিতে হয়। আবেদনের জন্য ৪ (ক) গ্রাম পঞ্চায়েতে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য / সদস্যাদের কাছে, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, স্বনির্ভর দলের কাছে ও তথ্য মিত্র কেন্দ্রে বিনা মুল্যে পাওয়া যায় । প্রতিটি আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ সকলে আপনাকে দেবে ।

৫. চাহিদানুসারে ১৫ দিনের মধ্যে আপনি অদক্ষ শ্রমিকের কাজ পাবেন ।

৬. চাহিদানুসারে ১৫ দিনের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ না পেলে, আপনি বেকারভাতা পাওয়ার যোগ্য । বেকারভাতার জন্য আপনাকে প্রকল্প আধিকারিকের / গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কাজের আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার রসিদসহ আবেদন করতে হবে ।

৭. প্রতি ২৫ জন শ্রমিক পিছু ১ জন সুপারভাইজার কর্মস্থলে কাজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত থাকে ।

৮. সুপারভাইজার মাষ্টার রোল প্রতিদিন কর্মস্থলে আনবে । চাহিদানুসারে তা শ্রমিকগণের পরিদর্শণের জন্য প্রস্তুত করবে ।

৯. জব কার্ড প্রতিদিন কর্মস্থলে আনতে হবে । সুপারভাইজার আপনার কাজের তথ্য কর্মস্থলে আপনার জব কার্ডে লিপিবদ্ধ করবে ।

১০. প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক ব্যক্তিদের মাধ্যমে হালকা ধরনের কাজ যা এই ব্যক্তিদের দ্বারা করা সম্ভব দেওয়া যেতে পারে ।

১১. আপনার মজুরী গ্রাম পঞ্চায়েত আপনার এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. -এর পোষ্ট-অফিস বা ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা করে দেবে ।

১২. আপনার এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. -এর পোষ্ট-অফিস বা ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা টাকা আপনার নিজের টাকা যা আপনি যে কোন সময় তুলতে পারেন ।

১৩. এস.সি. / এস.টি , বি.পি.এল , ইন্দিরা আবাস যোজনা উপভোক্তা, ভূমি সংস্কার উপভোক্তা , ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং অরন্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৬ - এর উপভোক্তা নিজের ব্যক্তিগত জমিতে পুকুর বা কুঁয়া খনন, জমি সমতলিকরণ, জমির পাথর বা বালি সরিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, জমিতে সেচের সুযোগ বাড়ানো, জমিতে ফলের বাগান তৈরি করা ও অর্থপোকারী গাছ লাগানো, বাস্তু জমির উন্নয়ন ইত্যাদি করাতে পারেন ।

১৪. গত আর্থিক বছরে কমপক্ষে ১৫ দিন কাজ করে থাকলে এই আর্থিক বছরে আপনি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা -র সুবিধা পাবেন ।

১৫. আপনার সংসদের কাজের মুল্যায়ন আপনি নিজে সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে করতে পারেন।

১৬. সুচনার অধিকার আইন, ২০০৫ প্রয়োগ করে আপনি এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সম্পর্কে সমস্ত তথ্য যেনে নিতে পারেন ।

১৭. গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের সুপরামর্শ প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই সংসদ সভা ও গ্রাম সভায় দলে দলে যোগ দিন ।

যোগাযোগ করুন : (সোম থেকে শুক্র সকাল ১০ টা - বিকেল ৫ টা)

১৮০০ - ৩৪৫ - ৩২১৫

(জলপাইগুড়ি জেলায় ১০০ দিনের কাজের একটি কর-মুক্ত টেলিফোন পরিসেবা)

সৌজন্যে : জেলা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেল, জলপাইগুড়ি